ALL INDIA APPOINTMENT GAZETTE
₹ 3/-
A WEEKLY NEWS PAPER on EMPLOYMENT & TRAINING Opportunities
7, Old Court House Street, Kolkata-700 001
Call : 033 22101820

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৮ কার্তিক ১৪২৪ বুধবার ৪.০০ টাকা 15 November 2017 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়
বিশ্বের বৃহত্তম সর্বাধিক সফল বিবাহ প্রতিষ্ঠান
তথ্যকেন্দ্র
১০ গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯
রাজ ভবনের সামনে, ফোন- ০৩৩ ২২৪৮৪৪৬৭
E-mail : tathyakendra@hotmail.com

রস বাংলার গোল্লা ওড়িশার

উল্লাস মল্লিক

প্রথমেই সোজাসাপটা বলে নিই ভাই, কোর্ট-কাছারি ধারা-আইন রায়, এত সব কিছু বুঝি না, রস যার, আমি তার। প্রকৃত রসিকের ভাঁড়েই আমার অধিষ্ঠান। ঠিকই ধরেছেন, আমি সেই রস টইটুম্বুর রসিক, যাকে মুখে ফেললে আবেশে চোখ বুজে আসে। আমার অবয়ব গোল, গাত্রবর্ণ-সাদা (শীতকালে অবশ্য চিনির বদলে নলেন গুড়ের রসে চোবানো হয় বলে হলদেটে, যেন সাহেবের গোরা রং সি-বিচে রোদ খেয়ে খেয়ে ট্যান হয়েছে)। আমার মাপ মানিব্যাগের দমমাফিক। কড়ি যেমন ফেলবে, সাইজও তেমনই পাবে। পাঁচ টাকা থেকে পঁচিশ-তিরিশ এমনকি পঞ্চাশ টাকা। পাঁচ টাকার সাইজ সুপারিসম, এক হাঁ-এ খান তিনেক প্রবেশ করতে পারে একসঙ্গে। যখন বড়ো করে বানায় আমাকে তখন টেনিস বলের আকার নিই, খুরিতে রাখলে উপচে পড়ি।

সে যাইহোক, সাইজে কী আসে যায়, আসল কথা হল রস। এই বঙ্গদেশের পেটরোগা, গেটেবাত জর্জরিত, লেঙ্গি ওস্তাদ, ডেঙ্গিকাবু বাসিন্দাদের মতো রসিক আর কোথায় ? বাকিরা যখন সব দারোগার মতো গম্ভীর, হেডস্যারের মতো রাশভারী, দিনরাত এক করে দৌড়াচ্ছে কড়ি কামাতে, বাড়ি-গাড়ি হাঁকাতে, পোড়া বঙ্গবাসী তখন-সুযোগ পেলেই মশকরা করে নিচ্ছেন! আর তাজ্জব ব্যাপার, যখন জুতমতো কাউকে পাচ্ছে না, তখন নিজেকে নিয়েই করছে। হ্যাঁ, নিজের দুঃখ দুর্দশা, বিপত্তি-পরাজয় অপ্রাপ্তি-বঞ্চনা নিয়ে মশকরা তার মজ্জাগত। এই বঙ্গের ত্রিকালদর্শী সাধুই বুঝি তাই বলতে পারেন, আমাকে শুকনো সন্নিসি করে রাখিস নে মা, রসেবসে রাখিস। সারাটা জীবন তেমনই রেখেছিলেন নিজেকে। দুনিয়া তোলপাড় করা বাণী দিয়ে গেছেন গল্পের ঢঙে মজার রসে চুবিয়ে।

আমাদের সবার জন্য মিষ্টি খবর।
-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
লন্ডন থেকে

সেই জন্যে এই আর্দ্র মাটির দেশেই জন্ম নেন মহান বিদূষক। রসিক চূড়ামণি গোপাল ভাঁড়। বাড়িতে অনটন, তবু রাজসভায় এসে বুদ্ধির দীপ্তিতে হাসির ফুলকি ছড়িয়ে দেন। গর্দান যেতে পারে জেনেও মশকরা করেন মহারাজের সঙ্গে। আর তারই উত্তরাধিকার বহন করে চলে আজকের ছেলে-ছোকরারা। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে অম্লানবদনে বলে দেয় ইংরেজিতে তিন, ইতিহাসে সাত, বাংলায় পাঁচ আর অঙ্কে রসগোল্লা। গুরুজনের যষ্ঠিপ্রহার অনিবার্য জেনেও হাসিমুখে দেয় রসগোল্লা প্রাপ্তির সংবাদ।

একটা গল্প বলি। আমাকে নিয়েই গল্পটা। দুই সুহৃদ – একজন বঙ্গবাসী, অন্যজন কলিঙ্গ। কলিঙ্গবাসী এসেছে সুতানুটিতে। বঙ্গবাসী জিজ্ঞেস করলে, তুই খালি পেটে কটা রসগোল্লা খেতে পারিস ! কলিঙ্গবাসী ছিল খাইয়ে মানুষ, অর্থাৎ খেতে পারত ভালো। খাওয়াদাওয়া নিয়ে প্রচ্ছন্ন অহংকার ছিল তার। বুক ফুলিয়ে সে বলল, পঞ্চাশটা তো বটেই।

বঙ্গবাসী স্মিত হাসল। আর প্যাঁচটি ধরতে পারেনি বন্ধু। সে ব্যাখ্যা করে দিল, খালি পেটে পঞ্চাশটা কী করে খাবি, একটা খাবার পর তো আর পেট খালি থাকে না। তাই খালি পেটে একটার বেশি খাওয়া সম্ভব নয়।

আরিব্বাশ। দারুণ মজার ব্যাপার তো। শিখে নিল কলিঙ্গবাসী। ফিরে গেল নীলাচলে। দেশোয়ালি এক ভাইকে পাকড়াল-আচ্ছা, তুই খালি পেটে কটা রসগোল্লা খেতে পারবি। দ্বিতীয় কলিঙ্গবাসী উত্তর দিক, তা ধর, ষাটটা তো পারবই। শুনে ভারী হতাশ পড়ল প্রথম জন। বলল, ইশ, তুই যদি পঞ্চাশটা বলতিস, তাহলে দারুণ একটা মজা হত। *এরপর নয়ের পাতায়*

ওড়িশার দাবি নাকচ, রসগোল্লা বাংলারই

খবর নয়ের পাতায়

কাঁঠালবাড়িতে জমির দখল নিল প্রশাসন

অরুণ ঝা ● ইসলামপুর

১৪ নভেম্বর ঃ হয় এবার, নয় নেভার মুডে চাষি থেকে প্রশাসন। শাসক থেকে বিরোধী। লাঠিচার্জের পরদিন মঙ্গলবার ঢালাও ফোর্স নিয়ে প্রশাসন কাঁঠালবাড়িতে বাইপাসের জন্য প্রায় ২০০ মিটার জমির দখল নেয়। এদিকে, শিয়ালতোড়ে চাষিদের অনড় অবস্থান চলছেই। অভিযোগ, এদিন বিকেল ৪টা নাগাদ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থেনডুপ শেরপা ফোর্স সহ শিয়ালতোরে গিয়ে অবস্থান না তুললে চাষিদের সমঝে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে আসেন। অন্যদিকে, সিপিএম সহ বিভিন্ন সংগঠনের সমর্থনে চাষিরা এদিন সন্ধ্যায় ইসলামপুর শহরে পুলিশি লাঠিচার্জের প্রতিবাদে মিছিল করেন। এদিকে, সোমবার কাঁঠালবাড়িতে লাঠিচার্জের পর পুলিশ যে ছয়জনকে আটক করেছিল তাঁদেরকে থানা থেকেই ছেড়ে দেওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে ইসলামপুরে বাইপাস নিয়ে রাজনৈতিক জলঘোলা ও ঘোলা জলে মাছ ধরা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে গুঞ্জন তীব্রতর হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক আয়েষা রানি আহমেদ বলেন, 'এই ধরনের পোস্ট করে উত্তেজনা ছড়ালে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব।' ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থেনডুপ শেরপা বলেন, 'চাষিদের বিভিন্ন দাবির কথা আমরা উপরমহলে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কোনোমতেই কাজ থামানো যাবে না বলে উপরমহলের কড়া নির্দেশ আছে। এদিন আমরা ২০০ মিটার জমির দখল নিয়েছি। বুধবারও প্রশাসন জমির দখল নেবে।' চাকুলিয়ার বিধায়ক আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর) বলেন, 'পুলিশের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। পুলিশের লাঠিচালনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করলেও পরে ছেড়ে দেয়। দুজনের আঘাত গুরুতর। পুলিশ তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। কৃষকদের উপর লাঠিচালনার ঘটনাটি বিধানসভায় তুলব। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানাব। কৃষকরা ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। ১৬ নভেম্বর আমরা ফের ঘটনাস্থলে যাব। কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় সব রাজনৈতিক দলকে নিয়ে মঞ্চ গড়া হবে।'

পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম মাধ্যমিকের Scientific Suggestions
রায় 3 মার্টিন®

পুলিশ ও প্রশাসনের চাপেও জমি ছাড়েননি কৃষকরা। –সংবাদচিত্র

উল্লেখ্য, সোমবার শিয়ালতোড়ে চাষিদের আন্দোলন তুলতে পুলিশ প্রশাসন পৌঁছালেও উপরের নির্দেশে তারা বলপ্রয়োগ না করে ফিরে যায়। পরে দুটি আর্থমুভার নিয়ে প্রশাসন পুলিশ সহ আচমকা কাঁঠালবাড়িতে ঢোকে। সেখানে চাষিদের সঙ্গে বচসা ও ধস্তাধস্তির পর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ফলে বুধবারও এলাকার পরিবেশ থমথমে ছিল। এদিন সকালে পৌঁছে দেখা গেল প্রচুর সংখ্যায় পুলিশের উপস্থিতিতে দুটি আর্থমুভার কাজ শুরু করেছে। কোনো সমস্যা ছাড়াই কাঁঠালবাড়িতে এদিন প্রশাসন ২০০ মিটার জমির দখল নেয়। এরই মাঝে বিকেল ৪টা নাগাদ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ফোর্স সহ শিয়ালতোড়ে উপস্থিত হন। অভিযোগ, চাষিদের অবস্থানস্থলে পৌঁছে তিনি তাঁদের আন্দোলন তুলে নেওয়ার হুমকি দেন। উল্লেখ্য, এদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একটি আর্থমুভার আন্দোলনস্থল থেকে অনেকটা দূরে রাখা ছিল। সন্ধ্যায় চাষিরা ইসলামপুর শহরে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে মিছিল বের করেন। সিপিএমের ইসলামপুর এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিকাশ দাস বলেন, 'বাইপাস হোক আমরাও চাই। কিন্তু চাষিদের উপর লাঠি চালিয়ে নয়। ফলে আমাদের কৃষক ফ্রন্ট কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে।' ইসলামপুর বাইপাস কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সম্পাদক শংকর ভাওয়াল বলেন, 'প্রশাসনের কর্তা এসে অবস্থান তুলতে হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। আমরাও শেষ পরিণতি দেখেই ছাড়ব।' ইসলামপুর বাইপাস ইস্যুতে এদিন ফরওয়ার্ড ব্লক করণদিঘির খোয়ামপুর হাটখোলা প্রাঙ্গণে জনমত গঠনে এক সভা করে। দলের জেলা সম্পাদক তথা করণদিঘির প্রাক্তন বিধায়ক গোকুল রায়, ব্লক লোকাল কমিটির সম্পাদক দিলীপ ঘোষ, যুব নেতা মোহনলাল সিংহ সহ এক হাজারেরও বেশি ফব কর্মী-সমর্থক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গোকুলবাবু বলেন, 'আমরা বাইপাস নির্মাণের বিরুদ্ধে নই। *এরপর নয়ের পাতায়*

মঙ্গলবার লন্ডনে লক্ষ্মী মিত্তালের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে স্বাগত জানালেন

শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তালের বাড়িতে অতিথি মুখ্যমন্ত্রী

লন্ডন, ১৪ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তালের সঙ্গে আলোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে ইস্পাত শিল্পে বিনিয়োগ নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র এবং মুখ্যসচিবও উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মী মিত্তাল লন্ডনের নিজের বাড়ির সামনে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান।

তার আগে ইউকে-ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিলের সভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের কথা ব্যাখ্যা করেন। শিল্পপতিদের তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গ এখন বদলে গিয়েছে। রাজ্য সরকার এখন সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছে। শ্রম দিবসের কথা বলতে গিয়ে তিনি বিগত বাম সরকারের কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁর জমানায় কত ভালো কাজ হয়েছে তার উদাহরণ পেশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বহু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।' এব্যাপারে তাঁর মনোভাব ব্যাখা করে বিনিয়োগ টানতে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি রাজনৈতিক ব্যক্তি হলেও সামাজিক কাজও করি। আমি বিশ্বাস করি, শিল্পে অগ্রগতির জন্য সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন দরকার। আমাদের সরকার সেই কাজ করে চলেছে।' আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে রাজ্য সরকার যেসব প্রকল্প নিয়েছে তার উল্লেখ করে শিল্পপতিদের মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'রাজ্যের ৯০ শতাংশ বাসিন্দাই কোনো না কোনো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন।' শিল্পপতিদের কাছে বিনিয়োগের আর্জি জানানোর সভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে কৃষির গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন। তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কৃষিও অপরিহার্য। তাঁর বক্তব্য, 'শিল্পের পাশাপাশি কৃষিতেও উন্নতি দরকার। আমরা সেটাই বিশ্বাস করি। আমরা চাই কৃষি ও শিল্প , দুই ক্ষেত্রই হাসুক।' বিনিয়োগের সুবিধা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানের কথাও উল্লেখ করেন এবং তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গ হল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার। শিল্পপতিদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি ছিল, 'বাংলার নাগরিকরা আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অপেক্ষা করছেন। *এরপর নয়ের পাতায়*

DESUN HOSPITAL SILIGURI
প্রভাত প্রধান- কালিম্পং
আমার মোটর সাইকেল অ্যাক্সিডেন্টের পর আমাকে মাঝরাতে ডিসান শিলিগুড়িতে ভর্তি করল। ওই সময় 3 জন স্পেশালিস্ট ডাক্তার 5 ঘন্টা অপারেশান করে ব্রেন থেকে ব্লাড ক্লট বার করে, থাই বোনে টাইটেনিয়াম প্লেট বসায়। ডিসান আমার জীবন বাঁচিয়ে দিল। এখন আমি স্বাভাবিকভাবে হাঁটছি।
24hrs EMERGENCY ✆ 90516 40000

মান্নান হোসেন প্রয়াত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুল মান্নান হোসেন। কিডনি প্রতিস্থাপন হওয়ার পর থেকেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিডনি প্রতিস্থাপনের তিনমাস পর তাঁর মৃত্যু হল। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। দু-সপ্তাহ আগে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপরই কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। তাঁকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। এদিনই মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়লেন তিনবারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাংসদ। বছর দুয়েক আগে থেকে কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনমাস আগে তাঁর কিডনি প্রতিস্থাপন হয়।

মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্র থেকে জাতীয় কংগ্রেসের টিকিটে এরপর ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সাংসদ। এরপর ২০১৪ সালে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরির সঙ্গে মতানৈক্যের জেরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে নাম লেখান। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি মুর্শিদাবাদের জেলাপরিষদের সদস্য ছিলেন। তারপর ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত রাজ্য বিধানসভার সদস্য ছিলেন তিনি। এরপর তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে নাম লেখান।

কর্মসমিতির বৈঠকে বিক্ষোভ নেতাদের

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ একাধিক ইস্যুতে মঙ্গলবার দফায় দফায় উত্তপ্ত হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠক। প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার অভিযোগ তুলে এদিন বৈঠকের মাঝখানে ঢুকে বিক্ষোভ দেখান বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের ও কর্মচারীদের একাধিক সংগঠনের নেতারা। উপাচার্যের বিরুদ্ধে একযোগে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। কর্মসমিতিকে অন্ধকারে রেখে রাজ্য সরকারের একের পর এক নির্দেশ অমান্য করে কাজ করা হচ্ছে বলে এদিন উপাচার্যের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন সংগঠনগুলির নেতারা। রাজ্যপালের নির্দেশে গঠিত ট্রাইবিউনাল এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাঁটাই হওয়া রেজিস্ট্রার দিলীপ সরকারের বিরুদ্ধে সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যে পোস্টার পড়েছে, তা নিয়েও এদিন কর্মসমিতির বৈঠকে তোলপাড় হয়। ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সরব হন কর্মসমিতির একাধিক সদস্য। এদিকে, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ নিয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হননি উপাচার্য সোমনাথ ঘোষ। মুখ খোলেননি কর্মসমিতির সদস্যরাও। মঙ্গলবার সকাল থেকে রাত প্রায় নয়টা পর্যন্ত কর্মসমিতির বৈঠক চলে। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা দেখা সহ পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা কাজে যুক্ত বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা ওইসব কাজের জন্য সাম্মানিক পান। এতদিন ধরে তাঁরা সাম্মানিক বৃদ্ধির দাবি করছিলেন। এদিন সেই দাবি মেনে কর্মসমিতির বৈঠকে সাম্মানিক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বৈঠকে আরও বেশকিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সবমিলিয়ে এদিন প্রায় ৯৫টি বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে কর্মসমিতির এক সদস্য জানিয়েছেন।

এদিন বৈঠক চলাকালীন হঠাৎ একসঙ্গে সভাকক্ষে ঢুকে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের এবং কর্মী সংগঠনগুলির নেতারা। তাঁরা একযোগে সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পোস্টার সাঁটার তীব্র নিন্দা করেন এবং তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন। *এরপর নয়ের পাতায়*

কর্মসমিতিকে অন্ধকারে রেখে রাজ্য সরকারের একের পর এক নির্দেশ অমান্য করে কাজ করা হচ্ছে বলে এদিন উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন সংগঠনগুলির নেতারা

আবহাওয়ার খামখেয়ালে ভুগছে শিশুরা

শিলিগুড়ি,১৪ নভেম্বর ঃ নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতেও দিনেরবেলা চড়া রোদে রাস্তায় বের হওয়া দায়। ভরদুপুরে পরিস্থিতি এমন যে, গরমে রীতিমতো হাসফাঁস করছেন পথচারীরা। কিন্তু সন্ধে নামতেই তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে শুরু করছে। রাতের দিকে গরম পোশাক গায়ে না চড়ালেই নয়। রাতে শোওয়ার সময় গায়ে হালকা চাদর জড়িয়ে নিচ্ছেন অনেকে। দিনে ও রাতে তাপমাত্রার এই যথেষ্ট তারতম্যের জেরে সর্দিগরমিতে ভুগছে অনেক শিশু। শিলিগুড়ি জেলা হাসাপাতাল তো বটেই, শহরে ডাক্তারদের প্রাইভেট চেম্বারগুলিতেও এখন শিশুদের নিয়ে অভিভাবকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে। অধিকাংশ শিশুই জ্বর, সর্দি-কাশি এবং গলায় সংক্রমণে ভুগছে। অনেক শিশু আবার ভুগছে বমি, পেটের গণ্ডগোল ও শ্বাসকষ্টে, যা সারতে সময় লাগছে ন্যূনতম সাতদিন। শিশুদের মধ্যে অনেকের সংক্রমণ এতটাই বেশি যে, তাদের হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোমে ভরতি করতে হচ্ছে।

ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে শিশু বিভাগে এখন প্রতিদিন শতাধিক অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের নিয়ে ভিড় করছেন। শিশু চিকিৎসক ডাঃ সুবল দত্ত বলেন, 'পুজোর পরপরই সাধারণত এই ধরনের আবহাওয়া দেখা যায়। সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট ও বমির জেরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে অনেক শিশু। অনেক ক্ষেত্রে তিন-চার মাসের শিশুদের শ্বাসকষ্ট হয়। এখন রোটা ভাইরাসের প্রকোপ কিছুটা কমলেও আরএসভি ভাইরাসের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের সময় মূলত এই ধরনের ভাইরাসেই বহু শিশু আক্রান্ত হয়। এই সময় শিশুদের বেশি পরিমাণে জল খাওয়াতে হবে। তাছাড়া কোনোভাবেই যাতে শিশুদের ঠান্ডা না লাগে তার জন্য অভিভাবকদের কড়া নজর রাখা উচিত। জেলা হাসপাতালের শিশু বিভাগে রোগীর চাপ প্রসঙ্গে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'হাসপাতালে শিশুদের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থাই রয়েছে। তবে অনেক সময় রোগীর চাপ বেড়ে যাওয়ায় বেডের সমস্যা হচ্ছে।'

আজকের দাম

পেট্রোল- ₹ ৭২.৩৫
ডিজেল- ₹ ৬০.৮৬
তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।
-সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল।

বিন্দু বিসর্গ

এ বাবা, খবরের কাগজগুলো এখানে রাখলে পিঁপড়ে ধরবে তো।

মনের জোরেই রাজ্যের রোল মডেল মুক্তা খাতুন

শুভাশিস বসাক ● ধূপগুড়ি

১৪ নভেম্বর ঃ তাঁর শরীরের উচ্চতা মোটে ফুট দুই। কিন্তু মনের জোরের বহর অনেকটাই। মানসিক জোর অটুট থাকলে অন্য কোনো বাধাই যে সামনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে না তারই জ্বলন্ত উদাহরণ ধূপগুড়ির মুক্তা খাতুন। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের বেড়াজাল টপকে মুক্তা বর্তমানে কলেজে পাঠরতা। তাঁর অদম্য মানসিকতাকে সেলাম ঠুকতে রাজ্য সরকার মুক্তাকে 'রোল মডেল' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম হলে রাজ্য সরকারের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের তরফে তাঁর হাতে এই বিশেষ সম্মান তুলে দেওয়া হবে। মুক্তার এহেন কৃতিত্বে সারা ধূপগুড়িজুড়ে খুশির হাওয়া বইছে।

মুক্তা ধূপগুড়ির গাড়িয়ালটারির বাসিন্দা। উচ্চমাধ্যমিকে ৪৭.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে তিনি বর্তমানে ধূপগুড়ি গার্লস কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পাঠরতা। পড়ছেন বাংলা, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে। শরীরের প্রতিবন্ধকতার মাত্রা ৮০ শতাংশ। তাই মা-বাবার কোলে করেই তাঁকে কলেজে যাতায়াত করতে হয়। এখনও পর্যন্ত বাবা-মায়ের উপর পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে থাকতে হলেও জীবনভর এমনটাই চলুক তা মোটেও চান না মুক্তা। তাই লক্ষ্য স্থির করেছেন একটি সরকারি চাকরিতে। এই লক্ষ্যেই চালাচ্ছেন পড়াশোনা। তাঁর এহেন লড়াই আদায় করে নিয়েছে অনেকেরই কুর্নিশ। মুক্তার বিশেষ স্বীকৃতি মিলতে চলার খবরে দারুণ খুশি ব্যক্ত করেছেন মুক্তার প্রাক্তন স্কুল ডাউকিমারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক খগেন্দ্রনাথ অধিকারী ও ধূপগুলি গার্লস কলেজের পরিচালন সমিতির সম্পাদক রাজেশ সিং সহ অনেকেই। মুক্তার বাবা মকবুল হোসনে বলেন, 'মেয়ে অনেক পড়াশোনা করতে চায়। তাই বহু প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ওর স্বপ্নপূরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পরই ধূপগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রোল মডেল হিসাবে মুক্তার নাম রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে সুপারিশ করে। রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই এগিয়ে আসে। সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির তরফে রবিউল ইসলাম বলেন, 'মেয়েটি যে কী পরিমাণে লড়াই করে চলেছে তা ও উচ্চমাধ্যমিক পাসের পরই আমাদের নজরে আসে। ওর লড়াই ইতিমধ্যেই অনেককে উদ্বুদ্ধ করেছে। ও যাতে আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করতে পারে সেজন্য ওর নাম আমরা সরকারের কাছে সুপারিশ করি। আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্য সরকার এগিয়ে আসায় আমরা খুবই খুশি।' প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের সহকারী কমিশনার (প্রতিবন্ধকতা বিভাগ) চিঠি পাঠিয়ে মুক্তাকে আগামী ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় উপস্থিত থাকতে বলেছেন। আপাতত অধীর আগ্রহে সেই দিনের অপেক্ষায় সারা ধূপগুড়ি।